যুগান্তর

তারিখ 01 JAN 2014
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

পৌঁছেনি সবখানে তবু আজ পাঠ্যবই বিতরণ শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই আজ শুরু হচ্ছে আরেকটি শিক্ষা বছর। রীতি অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষটি শুরু হবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেয়ার মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সকালে স্কুল-মাদ্রাসার ২০ শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন। আর সারা দেশে সব শিক্ষার্থীর হাতে তা তুলে দেয়ার কর্মসূচি রয়েছে কাল। এবার পৌনে ৪ কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৩০ কোটি পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণের কথা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এবারও সারা দেশে সব পাঠ্যবই পৌঁছানো সম্ভব হয়তো হয়ইনি, কোনো কোনো স্তরের সব পাঠ্যবই ছাপার কাজও শেষ হয়নি। এ অবস্থায় পুরো সেট বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হবে না। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও পরিবহন কাজে সংশ্লিষ্টরা আরও জানান, বিতরণের জন্য ইতিমধ্যে যেসব বই পাঠানো হয়েছে, সেগুলোর মান বিচার করা হয়নি।

এখনও শেষ হয়নি ছাপার কাজ

নিম্নমানের কাগজ, বাঁধাই, অপরিচ্ছন্ন ছাপাসহ নানা ধরনের ত্রুটি রয়েছে এতে। বিশেষ করে যে মানের কাগজে বই ছাপানোর কথা ছিল, বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তা করেনি। এই কাণ্ডটি বেশি ঘটেছে প্রাথমিক, ইবতেদায়ি ও দাখিলের মূল বই, মাধ্যমিকের ব্যাকরণ-রচনা এবং গ্রামারের ক্ষেত্রে। সূত্র জানায়, পাঠ্যবই প্রকাশকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এক্ষেত্রে কোনো রকমে বইটি পৌঁছানোর কৌশল নেয়। সূত্রটি নিশ্চিত করেছে, গতবছরও এসব বই নিম্নমানের কাগজে ছেপেছিল ওই একই প্রতিষ্ঠানগুলো। কিন্তু রহস্যজনক কারণে এনসিটিবি সে ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচির কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠ্যবই পাঠানো বিঘ্নিত হয়। তবে বছরের প্রথম দিনে বই বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রাখতে বিশেষ ব্যবস্থায় বই পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য এবার সর্বমোট ২৯ কোটি ৭৪ লাখ ৭৩ হাজার ৩৮৬টি পাঠ্যবই ছাপানো হচ্ছে। সর্বমোট তিন কোটি ৭৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এ বই বিতরণের কথা রয়েছে। মোট বইয়ের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ১১ কোটি ৩৭ লাখ ২৭ হাজার ৩৫৫টি, মাধ্যমিক স্তরের ১৩ কোটি ৭৫ লাখ ৭৬ হাজার ৯০০টি, আর মাদ্রাসার ইবতেদায়ি, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল স্তরের ৪ কোটি ৬১ লাখ ৬৯ হাজার ১৩১টি রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বই কাগজসহ আন্তর্জাতিক দরপত্রে ৯৯টি লটে, মাধ্যমিকের ৫২৮টি লটে ও মাদ্রাসার বই ১০৪টি লটে জাতীয় টেন্ডারে ছাপা হচ্ছে। জানা গেছে, এর মধ্যে প্রাথমিকের বই ৯৫ ভাগ, মাদ্রাসার বই ৮৫ ভাগ এবং মাধ্যমিকের বই ৯৮ ভাগ পাঠানো সম্ভব হয়েছে। তবে এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক শফিকুর রহমান দাবি করেছেন, সব বই যায়নি— এমন তথ্য তার কাছে নেই। আর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক শ্যামলকান্তি ঘোষ জানান, ৯৮ ভাগ বই পাঠানো সম্ভব হয়েছে। তবে এতে বই বিতরণে কোনো প্রভাব পড়বে না। কেননা, ৫ ভাগ বই 'বাজার স্টকের' (উদ্বৃত্ত) জন্য। এদিকে এনসিটিবি সূত্র জানায়, প্রায় ৩০ কোটি বইয়ের মধ্যে মাধ্যমিকের ১০ কোটি বইয়ের জন্য উন্নতমানের কাগজ সরবরাহ করে এনসিটিবি। গ্রামার-ব্যাকরণ, ইবতেদায়ি-দাখিল ও প্রাথমিকের বইসহ বাকি ২০ কোটি বইয়ের ছাপার কাজ কাগজসহ দেয়া হয়। এর মধ্যে উন্নতমানের কাগজ লোপাট করে নিম্নমানের কাগজে আরও বেশি লাভ করতে বাকি বই নিম্নমানের কাগজে ছাপানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বই উৎসব : প্রধানমন্ত্রী আজ সকালে ২০ ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন বই তুলে দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে বই বিতরণ করা হবে। অন্যদিকে আজ 'অগ্রহায়ণ চাহার সোম্বা' উপলক্ষে স্কুল-মাদ্রাসা বন্ধ থাকবে। এ কারণে আজকের পরিবর্তে কাল সারা দেশে শিশুদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে। জানা গেছে, এ উপলক্ষে ঘোষিত এক বই উৎসব কর্মসূচিতে রাজধানীর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে যোগদান করবেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজধানীর আরও ২৭টি স্কুলেও আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তক উৎসব করার কথা রয়েছে।